

# 38th Founding Anniversary of the Office of the Comptroller and Auditor General of Bangladesh



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

রাষ্ট্রপতি  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ  
ঢাকা।

২৮ বৈশাখ ১৪১৮  
১১ মে ২০১১

বাণী

বাংলাদেশের মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক কার্যালয়ের ৩৮তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপিত হচ্ছে যেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অষ্টম ভাগে ১২৭-১৩২ অনুচ্ছেদে মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক সম্পর্কে বিধিত হয়েছে। আমি জানতে পেরেছি ১৯৭৩ সনের ১১ মে প্রতিষ্ঠার পর মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক কার্যালয় অদ্যাবধি সকল প্রকার সরকারি আয় ও ব্যয়ের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে আসছে। সরকারি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় এই কার্যালয়ের গৌরবোজ্জ্বল প্রতিভা রয়েছে। অতীতের ন্যায় ভবিষ্যতেও এই কার্যালয় আর্থিক শৃঙ্খলা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

আমি মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক কার্যালয়ের ৩৮তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপনের সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরঞ্জীবী হোক।

মোঃ জিব্বুর রহমান

স্পীকার  
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

বাণী

আমি যেনে অত্যন্ত খুশি হয়েছি যে বাংলাদেশের মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় ৩৮তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন করছে।

সাংবিধানিক নিরীক্ষার মাধ্যমে সরকারী প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ব্যবস্থাপনায় অনিয়ম ও দুর্বলতা চিহ্নিতকরণ এবং তা দূরীকরণের যথাযথ সুপারিশ প্রদান করে মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। সাংবিধানিক নিরীক্ষা কার্যক্রমের ভিত্তিতে গুরুতর আর্থিক অনিয়মের চিহ্ন নিরীক্ষা রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত করে মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় সংবিধান প্রদত্ত দায়িত্ব সুচারুভাবে সম্পাদন করে আসছে।

গণতন্ত্র ও জবাবদিহিতামূলক সরকার ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় ও গতিশীল করার জন্য সংসদীয় আর্থিক কমিটিসমূহের বিশেষতঃ সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ভূমিকা অপরিহার্য। উক্ত কমিটিসমূহের সঙ্গে মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড় এবং প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই তাঁর কার্যালয় কমিটির কাজে উল্লেখযোগ্য সহযোগিতা করে আসছে।

প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর এই দিনে আমি মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট সকলকে অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং অনুষ্ঠানের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

মোঃ আবদুল হামিদ এডভোকেট  
স্পীকার

বাংলাদেশের  
মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক

বাণী

বাংলাদেশের মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় প্রতিষ্ঠার ৩৮তম বছর উদযাপন বার্ষিকীতে আমি সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। দীর্ঘ এই পরিচয়ময় রাষ্ট্রের আর্থ-ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা এবং জনগণের কষ্টার্জিত অর্থের সর্বোচ্চ সদ্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অডিট ও একাউন্টস ডিপার্টমেন্টের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ নিরলস কাজ করছে।

স্বাধীন বাংলাদেশে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর সরকার ১৯৭৩ সালের ১১ মে তারিখে বাংলাদেশের মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় প্রতিষ্ঠা করে। জনগণের স্বার্থ রক্ষার অংশ হিসেবে মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের পদ এবং তাঁর দায়িত্বকে সাংবিধানিক কাঠামোর আওতাভুক্ত করা হয়। তখন থেকে যথেষ্ট সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এই কার্যালয় অর্পিত গুরুদায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করছে।

প্রয়োজনের নিরিখে হিসাব ব্যবস্থার উন্নয়ন ছাড়াও প্রচলিত নিরীক্ষার পাশাপাশি বর্তমানে এই কার্যালয় থেকে পারফরমেন্স নিরীক্ষা, পরিবেশগত ও তথ্য প্রযুক্তিগত নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পাদন করা হচ্ছে। নিরীক্ষার মান বৃদ্ধি ও নিরীক্ষাকে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে উন্নয়ন সহযোগীদের সহায়তায় বিভিন্ন সংস্কারমূলক কার্যক্রম গ্রহণ এবং আন্তর্জাতিক নিরীক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করা হচ্ছে।

আগামী দিনগুলোতে রাষ্ট্রীয় সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে অধিকতর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় এই কার্যালয় সচেষ্ট থাকবে- এই হোক আজকের দিনের প্রত্যয়।

আহমেদ আতাউল হাকিম

## Office of the Comptroller and Auditor General: The Constitutional Oversight Agency to enforce Parliamentary Control of Public Financial Management for Good Governance

- Manindra Chandra Datta, Deputy Comptroller and Auditor General [A&R]

The Office of the Comptroller and Auditor General [OCAG], globally known as the 'Supreme Audit Institution' [SAI] of Bangladesh is responsible for auditing government receipts and expenditure to ascertain Value for Money in the use of public funds. The OCAG acts as an aid to management and ensures the accountability of the Executive to the people through Parliament for achieving good governance.

### Establishment of the OCAG

Bangladesh as an independent country came into being in 1971. Its constitution incorporating democracy as a fundamental principle was framed and made effective in 1972. Accountability being the essence of democratic form of government, provisions were made under Articles 127-132 of the Constitution for the creation of an oversight body for the independent and objective scrutiny of public funds. The OCAG, Bangladesh was thus established with the appointment of the first Comptroller and Auditor General [CAG] on the 11th of May, 1973. The OCAG was entrusted both with the comptrollership responsibilities and auditing functions.

### Legal Mandate

The CAG heads the OCAG and is appointed by the President of the Republic. The CAG derives authority from the constitution and relevant acts and ordinances. Article 128(1) of the constitution mandates the CAG or any person authorized by him unrestricted access to any records in the possession of any person in the service of the Republic. Article 128(4) of the Constitution ensures complete independence of the CAG in the exercise of his functions. The CAG fulfills his comptrollership functions through prescribing the form and manner of keeping public accounts and certifying annual appropriation and finance accounts of the government.

### Vision of the OCAG:

"Attaining accountability and transparency in Public Financial Management for achieving good governance."

### Mission of the OCAG:

"Conducting effective audit of public sector operations for optimum utilization of public resources providing reliable and objective information to assist in establishing accountability and transparency in government activities."

### Organization of the OCAG:

The OCAG is the Secretariat of the Audit and Accounts Department where broad policies and plans are designed, co-ordinated, monitored, evaluated and all administrative actions are taken. At present the CAG conducts audits through 10 separate audit directorates which are organized on a functional basis. These are: Commercial, Local & Revenue, Public Works, Civil, Defense, Railway, Posts, Telegraph & Telephone, Mission, Performance and Foreign Aided Projects Audit Directorates. The CAG fulfills his comptrollership responsibilities through the office of the Controller General of Accounts (CGA), Controller General Defense Finance (CGDF) and Additional Director General (ADG), Finance, Bangladesh Railway. The Financial Management Academy (FIMA) under the CAG is responsible for imparting training on accounting and auditing skills to all officials of the OCAG and public financial management training to the related officials across the government.

### The OCAG's Responsibilities and Reporting Audit Results:

The OCAG mainly conducts Financial and Compliance Audits, and has started working on Performance Audit. Attempts have been made to introduce IT and Environmental Audit. The CAG certifies the Finance accounts and Appropriation accounts prepared by CGA, CGDF and ADG (Finance), Bangladesh Railway.

The OCAG prepares the annual audit plan on the basis of its strategic plan. Audit issues/subjects are selected considering risks to good management, financial materiality and significance of the issue. The OCAG conducts audits on a test basis. All 'Audit Inspection Reports' [AIR] are issued to the audited entities. The serious financial irregularities are transmitted to the Principal Accounting Officers [PAOs], i.e. Secretaries of the Ministries/Divisions, for necessary comments and actions at their end before the preparation of draft audit reports. In the CAG secretariat, the Central Quality Assurance Team (CQAT) ultimately examines the draft reports before their approval by the CAG. The CAG submits the reports to the Hon'ble President who causes them to be laid before the Parliament. To date 918 audit reports and 190 accounts reports have been submitted to the Parliament.

### The OCAG's Performance Measures:

The OCAG is developing some key performance indicators [KPI] for measuring its own performance. For example, ratio of costs to benefits, acceptance of primary audit observations, implementation of audit recommendations, timeliness and quality of audit reports. The OCAG's accountability is ensured through a built-in internal control mechanism. OCAG's secretariat is audited by one Audit Directorate. Each audit directorate is audited by another audit directorate designated by the CAG.

### Achievements of the OCAG:

In the last 38 years, the OCAG Bangladesh contributed significantly to aid accountability and safeguarding public resources from misuse, wastage, misappropriation, and losses. Available statistics reveal that millions of taka are recovered and deposited to Public Exchequer every year due to audit observations. As per the Annual Report 2009 of the OCAG, Tk. 122 is saved for every Taka spent in auditing, and in the year 2010 the ratio of cost to benefit is 1:123. According to PAC reports of the 7th to current 9th parliament, Tk. 1747.96 crore has been recovered and adjusted in pursuance of the PAC decisions. The impact of audit cannot be assessed only from the limited standpoint of audit reports placed and discussed by the PAC. A considerable part of the audit efforts are reflected in the AIRs that are issued to the audited organizations and followed up subsequently. A huge number of accumulated audit observations are being settled every year by holding regular bilateral and tripartite meetings with a resultant impact in terms of recovery, adjustment and regularization of public money. The real benefit of audit lies in its deterrent capability to prevent financial irregularity and misuse of funds.

### Relationship of the OCAG with the Public Accounts Committee and other parliamentary financial committees:

The Public Accounts Committee [PAC] that originates from Article 76(1) (a) of the Constitution holds hearings based on the CAG's reports and makes recommendations and submits reports to the parliament. The OCAG devotes substantial efforts in supporting the PAC. When the full committee meeting is held, the CAG remains present as 'amicus curiae' in addition to the related officers of the respective audit directorates and clarifies points to the Committee in its deliberations. Concerned officers of the OCAG remain present in meetings of the Public Undertakings Committee [PUC] and Estimates Committee [EC] when they are requested to.

### Media Cell in the OCAG:

The reports of the CAG are made available to the public on the OCAG website on the day these are tabled in Parliament. The developed and the developing SAIs publish the important aspects of the reports in media through press conferences and also post them on their respective websites. This is done in conformity with the INTOSAI LIMA Declaration of 1977 and the Mexico Declaration of 2007. Very recently, the OCAG has started providing audit reports to the media on demand and have initiated measures to hold press conferences and develop relationships with media, civil society and other organizations. A media cell set up in line with above mentioned communication strategy is expected to be launched during the celebration of 38th founding anniversary of the OCAG Bangladesh on 11 May 2011.

### International Cooperation:

The OCAG is a member of the International Organization of the Supreme Audit Institutions (INTOSAI) and the Asian Organization of the Supreme Audit Institutions (ASOSAI). It also liaisons with various SAIs of other countries. Bangladesh became a mem ber of INTOSAI in May 1973. The OCAG was elected to the Board of Governors of ASOSAI for three terms including the current term. In recognition to its commitment and contribution, the OCAG has been included in the various standing committees of INTOSAI and ASOSAI.

### Our Assessment Overall:

Looking back over the last 38 years, we believe progress has been made in providing Parliament with adequate information to assess the use of government funds and utilization of public resources. Our reforms initiatives with the assistance of donor agencies including the ongoing SCOPE project (the Government of Canada, through the Canadian International Development Agency, provides funding for this initiative) and the USAID-supported PROGATI project have helped enhance our capacity at individual and corporate levels. Also steady progress has been made through the SCOPE project in introducing modern audit approaches such as performance audit, IT audit and in computerizing our administrative and audit operations. However, it is also true that the OCAG could not fully meet the expectations of its stakeholders mainly due to limitations in the availability and pattern of human and financial resources. An expeditious enactment of the "Audit Act" drafted by us to address these issues and now awaiting government approval would have made a significant contribution to creating an overall enabling environment for audit.

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রধানমন্ত্রী  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২৮ বৈশাখ ১৪১৮  
১১ মে ২০১১

বাণী

মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক কার্যালয়ের ৩৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আমি হিসাব ও নিরীক্ষা কাজে নিয়োজিত দেশের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারিকে শুভেচ্ছা জানাই।

বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নের সময় সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আর্থ-ব্যবস্থাপনার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে সংবিধানের ১২৭-১৩২ অনুচ্ছেদে একটি নিরপেক্ষ ও শক্তিশালী নিরীক্ষা ও হিসাব বিভাগের ব্যবস্থা রাখেন।

প্রতিষ্ঠার পর থেকেই মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক এর কার্যালয় সরকারি কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রেখে আসছে।

বর্তমান সরকার দেশে গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে অসীকারাবদ্ধ। নবম সংসদের প্রথম অধিবেশনেই সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং এই কমিটি মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের নিরীক্ষা রিপোর্ট পর্যালোচনা করে সরকারি আর্থ-ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান করছে।

মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় নিরীক্ষা ও হিসাব ব্যবস্থাপনাকে বিশ্বের অন্যান্য দেশের সঙ্গে সাহুজ্য রেখে আধুনিক ও সমন্বয়যোগ্য করার মাধ্যমে দেশের গণতান্ত্রিক ও জবাবদিহিমূলক সরকার ব্যবস্থাকে আরও গতিশীল করতে বলে আমি আশা করি।

আমি মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক কার্যালয়ের ৩৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু  
বাংলাদেশ চিরঞ্জীবী হোক।

শেখ হাসিনা

মন্ত্রী  
অর্থ মন্ত্রণালয়  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাংলাদেশের মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ের ৩৮তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। সরকারী কর্মকর্তাদের জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ের গুরুত্ব অপরিহার্য। বাংলাদেশ সংবিধানের ১২৭-১৩২ অনুচ্ছেদে বাংলাদেশের মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের পদ প্রতিষ্ঠা করা হয়। সংবিধানের প্রদত্ত ক্ষমতাবলে মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের প্রতিনিধিত্বপূর্ণ নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। তাঁর রিপোর্টসমূহ মহামান্য রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে জাতীয় সংসদে উপস্থাপিত হয়। পরবর্তীতে জাতীয় সংসদের সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি নিরীক্ষা রিপোর্ট, উপযোজন ও আর্থিক হিসাব সম্পর্কিত রিপোর্ট আলোচনাপূর্বক সুপারিশ প্রণয়ন করে থাকে।

গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থায় হিসাব ও নিরীক্ষা কার্যক্রম জোরদারকরণের বিষয়ে সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ভূমিকা অপরিহার্য। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে মহাশেখ সরকারি আর্থ-ব্যবস্থাপনায় জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর। এই লক্ষ্যে এগিয়ে যাবার উদ্দেশ্যে মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক দক্ষতরর সুজ্ঞানশীল নতুন কৌশল ও পাইলট কার্যক্রম উদ্ভাবন করতে হবে।

আশা করি প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর এই আয়োজন সঠিকভাবে হিসাব সম্পাদন, নিরীক্ষার মান উন্নয়ন, সমন্বয়যোগ্য রিপোর্ট প্রণয়নসহ নিরীক্ষার কার্যকারিতা বৃদ্ধির বিষয়ে সকলকে অনুপ্রাণিত করবে।

আমি এই অনুষ্ঠানের সাফল্য কামনা করছি এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু  
বাংলাদেশ চিরঞ্জীবী হোক।

আবুল মাল আবদুল মুহিত, এমপি

সভাপতি  
সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি  
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

বাণী

বাংলাদেশের মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ের ৩৮তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপনকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি।

গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় সুশাসন নিশ্চিত করার জন্য সুদৃঢ় ও কার্যকর আর্থ-প্রশাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা অপরিহার্য। বাংলাদেশের মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের এই ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। ১৯৭৩ সালের ১১ মে বাংলাদেশের মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে অদ্যাবধি এই কার্যালয় সামগ্রিক অনুযায়ী অর্পিত দায়িত্ব পালন করে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় অবদান রেখে চলেছে। বাংলাদেশের মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক বিভিন্ন ধরনের হিসাব এবং নিরীক্ষা রিপোর্টসমূহ মহামান্য রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে জাতীয় সংসদে পেশ করে সরকারী কর্মকর্তাদের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির কাছে এই কার্যালয় ইচ্ছিত সহযোগিতা প্রদান করছে।

আমি মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ের ৩৮তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর সাফল্য কামনা করছি এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে দৃঢ়চিন্তে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতা ও দৃঢ়তার সাথে অর্পিত দায়িত্ব পালন করার আহ্বান জানাচ্ছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু  
অমর হোক আমার দেশ  
জনমভূমি বাংলাদেশ।

ড. মহীউদ্দীন খান আলমগীর, এমপি

সচিব  
অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাংলাদেশের মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক কার্যালয়ের ৩৮তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর শুভক্ষেে এ কার্যালয়ের সকল স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। সরকারি ব্যয় ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা, জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণে এ কার্যালয়ের বিশেষ সাংবিধানিক ক্ষমতা ও দায়িত্ব রয়েছে। যথেষ্ট সার্বিকতার সাথে এ কার্যালয় তার গুণের অর্পিত সাংবিধানিক এ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে আসছে। আমি বিশ্বাস করি, সনাতনী বাজেট প্রণয়ন পদ্ধতি থেকে সরে এসে বর্তমানে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগে মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো প্রবর্তিত হওয়ার সার্বিক সরকারী ব্যয় ব্যবস্থাপনায় এ দায়িত্ব আরো ব্যাপক ও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এতে সরকারের নির্বাহী বিভাগের আর্থ-ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা নিশ্চিত করা এবং জবাবদিহিতা বাড়াবার সাথে সাথে সরকারের সার্বিক নীতি কাঠামো পরিবর্তনের সুপারিশ প্রদানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

আমি নিশ্চিত সামনের দিনগুলোতে নির্বাহী বিভাগভিত্তিক পারফরমেন্স এবং স্ট্রেক্টরগাইড অডিটের মাধ্যমে এ কার্যালয় তার যথাযথ ভূমিকা রাখবে এবং নিরীক্ষা কার্যক্রমকে কার্যকর, বেগবান ও গতিশীল করবে।

আমি মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক কার্যালয়ের ৩৮তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

ড. মোহাম্মদ তারেক